ঝুলে থাকা চাঁদে তোমাকে খুঁজি
(জীবনান্দ দাসকে নিবেদিত)

একটি ফড়িং-এর চোখে এখনো ফিরি—
মাঠে মাঠে — দেখি না মাঠে তোমার প্রিয় শালিখের বিচরণ,
দেখি না ফড়িং তাহাদের ঠোঁটে।
সেই শঙ্খ চিল — শালিখের বেশে —
তোমাকে দেখাবো বলে, ঝুলে থাকা চাঁদে —
মই লাগিয়েছি বার বার —
আকাশের গায়।
আমার শৈশব কেটেছে —
ধান সিঁড়ি ক্ষেত্রে। অলস দুপুর আলের উপরে
কখনো বা শুয়ে পড়েছি — বুকের উপর নির্ভয়ে
নেচেছে মেঠো ইঁদুর, তাদের নাদুস নুদুস
চেহারা, বিবাগী মাঠ পরে প্রতিপালন।
ঠ্যাঙ্গা উঁচিয়ে আসে নবীন বর্গাদার —
হঠাৎ ফুড়ুৎ করে উধাও হয়ে যায় চোরা পথে
এ গলি সে গলি তারপর বাঁকা হাসি —
গোঁফের আস্ফালন। তোমার রূপসী বাংলার
যে রূপ তুমি দেখেছিলে, হিজল বন, নবান্নের ধান—
সাপের খোলস, ল্যাজ উঁচানো ফিঙ্গে—
তিতির, বুনো খরগোস — সেখানে চিমনির ধোঁওয়া গ্রাস করছে —
হেমন্তের শিশিরের জল।
মানুষে মানুষে হানাহানি, যুদ্ধের আস্ফালনে তোমার পৃথিবীর রূপ
এখন বিবর্ণ বড়ই বিষণ্ণ।
এখনো বনলতা সেন বেঁচে আছে —
ক্লান্তিহীন শুধু হাঁটা আর হাঁটা
হাজার বছর ধরে।
সোনালী ডানার চিল খোঁজে, বুড়ো পৃথিবীকে —
ঝরা পাতা, জল ডাহুকী, মিশরের ব্যাবিলন সভ্যতা।

কাজী রেজাউল করিম